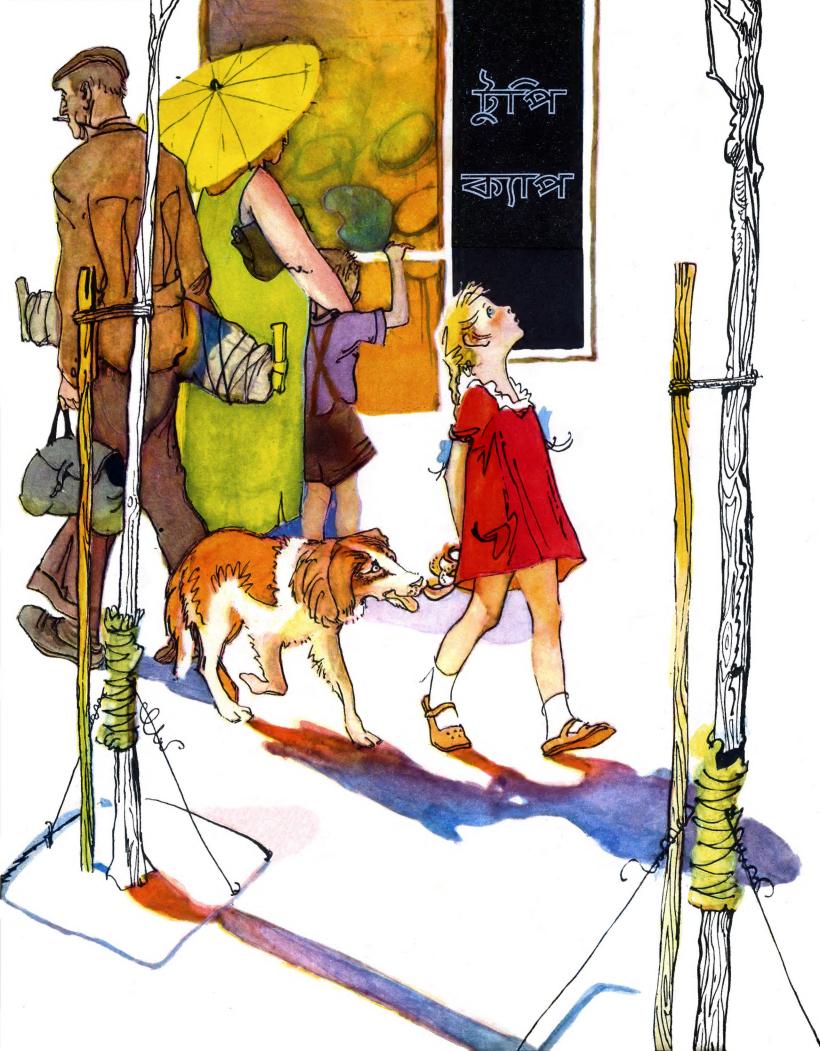
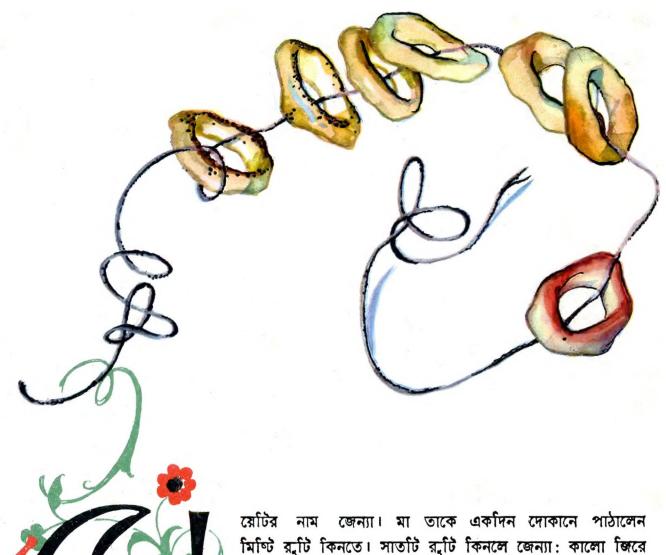




# SIDAY TON

ছবি এঁকেছেন ভ লোজিন





রেতির নাম জেন্যা। মা তাকে একদিন দোকানে পাঠালেন মিছি রুটি কিনতে। সাতটি রুটি কিনলে জেন্যা: কালো জিরে দেওয়া দুখানা রুটি বাবার জন্যে, পোস্ত দেওয়া দুখানা রুটি মায়ের জন্যে, মিছিট দেওয়া দুখানা রুটি নিজের জন্যে আর ছোট্ট একটা গোলাপী রুটি কিনলে ভাইটি পাভলিকের জন্যে। থলেতে রুটি ভরে বাড়ি রওনা হল জেন্যা। যায় যায় আর এদিক ওদিক চায়, দেয়ালের বিজ্ঞাপন পড়ে, মুখ হাঁ করে দাঁড়ায়। ততক্ষণে অচেনা

এক কুকুর এসে একের পর এক খেয়ে নিলে র্নিটগ্রেলা: প্রথম খেলে কালো জিরে দেওয়া বাবার দ্খানা, তারপর পোস্ত দেওয়া মায়ের দ্খানা, তারপর মিছিট দেওয়া জেন্যার দ্টো। থলেটা যেন হালকা হালকা লাগে? ম্খ ফিরিয়ে দেখে জেন্যা, কিন্তু ততক্ষণে হয়ে গেছে। শ্নিয় থলে — শেষ র্টিটা, পার্ভালকের সেই গোলাপী র্টিখানা খেয়ে দেয়ে ম্খ চাটছে কুকুরটা।



'ওরে পোড়ারম্বথা কুকুর!' এই বলে জেন্যা ছাটল কুকুরের পেছা পেছা।

ছোটে, ছোটে, কুকুরের কিন্তু আর নাগাল ধরতে পারে না,
মাঝখান থেকে নিজেই কোথায় হারিয়ে যায়। দেখে কি,
একেবারে অচেনা জায়গা। বড়ো বড়ো ঘরবাড়ির বদলে
ছোটো ছোটো কুটির। ভয় পেয়ে কাঁদতে শ্রু করে জেন্যা।
হঠাৎ কোথা থেকে যেন এসে দাঁড়ায় এক বৃড়ি।

'ও মেয়ে, ও মেয়ে, কাঁদিস কেন?'

সব কথা বৃড়িকে বললে জেন্যা।

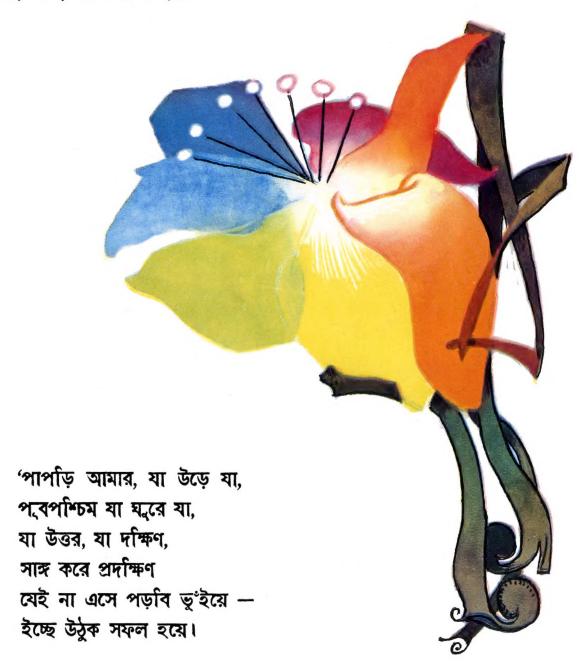
ভারি মায়া হল ব্রিড়র। জেন্যাকে নিজের বাগানে নিয়ে এসে বলে:

'কাদিস নে মেয়ে, ভাবনা করিস নে। রুটি
আমার কাছে অবিশ্যি নেই, পয়সাও নেই, তবে
বাগানে আমার আছে এক 'সাতরঙা ফুল', সব
সে পারে। এদিক ওদিক হাঁ করে চেয়ে থাকতে
ভালোবাসিস তুই, তাহলেও জানি তুই লক্ষ্মী
মেয়ে। আমি তোকে দেবো এই সাতরঙা ফুল,
সব সে করে দেবে।'

এই বলে বৃড়ি গাছ থেকে ছি'ড়ে একটি ফুল দিলে জেন্যাকে — ভারি স্কুদর ফুল, দেখতে অনেকটা নরনতারার মতো। তার সাতটি রঙচঙে পার্গাড় — একেক পার্পাড়র একেক রঙ। একটা হল্ম্ন, একটা লাল, একটা নীল, একটা সব্জ, একটা কমলা, একটা বেগ্মনি আর একটা আসমানী।



বৃড়ি বললে, 'এ ফুল সাধারণ ফুল নয়। যা চাইবি সব পাবি এ ফুলের কাছ থেকে। কেবল একটা পাপড়ি ছি'ড়ে ফেলে বলতে হবে:



বলবি, এই এই হোক। অমনি সব হয়ে যাবে।

খ্ব স্বন্দর করে কৃতজ্ঞতা জানালে জেন্যা, তারপর ফটক পেরিয়ে বাইরে আসতেই মনে পড়ল, ফেরার রাস্তা যে জানা নেই। ভাবলে বাগানে ফিরে গিয়ে ব্যড়িকে বলবে তাকে যেন ব্যড়ি কাছাকাছি একটা কনেস্টবলের কাছে পেণছৈ দেয়, কিন্তু কোথায়
বাগান, কোথায় বা বৃড়ি— কারো কোনো চিহ্ন নেই। কী করা যায়
এখন? অভ্যেস মতো জেন্যা প্রায় কাঁদতে শ্রুর্ করে দিয়েছিল আর কি,
নাকটা কুল্চকেও এসেছিল, হঠাৎ মনে পড়ে গেল ফুলটার কথা।
'তাই তো, দেখাই যাক না কেমন এটি সাত্রঙা ফুল!'

তাড়াতাড়ি করে জেন্যা হলদে পাপড়িটি ছি'ড়ে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে

বললে:



আমি যেন রুটিগুলোসমেত বাড়ি পেণছৈ যাই!

কথাগন্লো বলতে না বলতেই জেন্যা একেবারে বাড়িতে এসে হাজির, হাতে তার রুটি ভার্ত থলে।



মাকে রুটি দিয়ে জেন্যা মনে মনে ভাবলে, "সতিয়ই তো এটা এক আশ্চর্য ফুল, এক্ষ্মণি এ ফুল সাজিয়ে রাখতে হবে সবচেয়ে স্কুলর ফুলদানিটিতে!"

কিন্তু জেন্যা তো লম্বায় মোটেই বড়ো নয়, তাই চেয়ারের ওপর চেপে হাত বাড়ালে মায়ের সবচেয়ে সখের ফুলদানিটির দিকে। ফুলদানিটি ছিল একেবারে সবচেয়ে ওপরের তাকে। ঠিক সেই

সময়, হবি তো হ', জানলার ওপাশে উড়ে এল এক ঝাঁক কাক। বোঝাই যায়, ঠিক কটা কাক, সাতটা না আটটা, তা জানবার ইচ্ছে জেন্যার তো হবেই। মুখ হাঁ করে জেন্যার তার আঙ্বল মুড়ে মুড়ে গ্রনছে, ওদিকে ফুলদানিটি দুম করে ফসকে পড়ল নিচে, একেবারে টুকরো হয়ে গেল।

'আবার একটা কিছু ভাঙলি, অকম্মার ধাড়ী!' রান্নাঘর থেকে চে'চিয়ে উঠলেন মা, 'আমার সখের ফুলদানিটাই বুঝি?'

জেন্যা চে চিয়ে বললে, 'না, না মা, কিছু ভাঙি নি, ভুল শ্নেছ!' আর তাড়াতাড়ি করে লাল পাপড়িটা ছি ড়ে ফেলে গ্নেগ্ন করলে:



# মায়ের সখের ফুলদানিটি জাড়ে যাক!

কথাটা বলতে না বলতেই টুকরোগ্বলো গায়ে গায়ে এ'টে আগের মতো জ্বড়ে গেল।

মা রামাঘর থেকে ছন্টে এসে দেখেন, ফুলদানিটা যেমন ছিল তেমান আছে, কিছন্ই যেন হয় নি। তা সত্ত্বেও অবিশ্যি আঙনল উ'চিয়ে ধমক দিলেন মা, জেন্যাকে খেলতে পাঠালেন বাইরে। জেন্যা বাইরে এসে দেখে ছেলেরা খেলছে। প্রনো সব তক্তায় বসে আছে সবাই, বালির

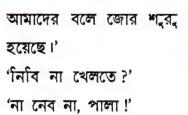
মধ্যে খ্বঁটি পোঁতা।

'এই ছেলেরা, আমায় খেলতে নে না!'

'ইস্, খ্ব যে সথ! দেখছিস না, এটা হল উত্তর মের্! উত্তর মেরুতে আমরা মেয়েদের নেব না।'

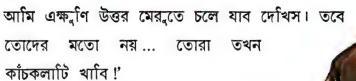
'উত্তর মেরু কোথায়? এ তো কেবল তক্তা!'

'তক্তা নয়, তুষার দ্বীপ। যা পালা, গুডুগোল করিস না! এখন



'বয়েই গেল। তোদের

দরকার নেই, এর্মানতেই



জেন্যা একটু সরে গিয়ে ফটকের নিচে দাঁড়িয়ে ফুলটি বার করলে, নীল পাপড়ি

र्ष्टिष् रकत्न वनतनः



# এক্ষ্মণি যেন আমি উত্তর মের্তে চলে যাই !'

কথাটা বলতে না বলতেই হঠাৎ কোথা থেকে যেন ছ্বটে এল তুষার ঝড়, উধাও হল স্থাঁ, ভয়ঙ্কর রাত চারিদিকে, পায়ের নিচে পৃথিবীটা ঘ্রছে লাটুর মতো।

জেন্যার গায়ে ছিল গরমকালের হালকা ফ্রক, খালি পা — ওই অবস্থাতেই একা একা উত্তর মের্তে থাকা কম কথা নয়ত। ঠান্ডা সেখানে শ্নোর নিচে একশ ডিগ্রি।





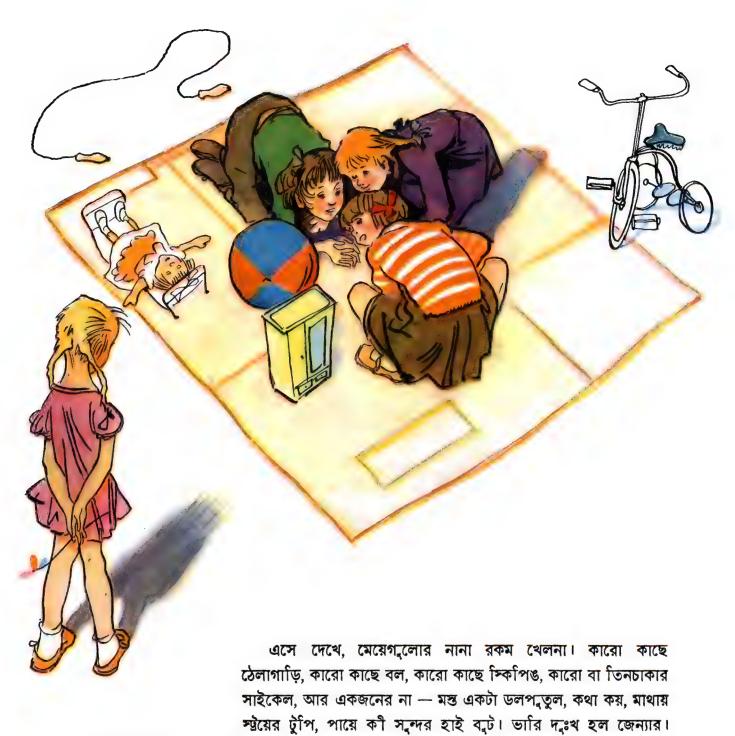
ভয়ে মরে জেন্যা, তার ফ্যাকাশে আঙ্বলে সাতরঙা ফুলটা কোনো রকমে ধরে সব্বজ পাপড়িটা ছি'ড়ে ফেলে প্রাণপণে চে'চিয়ে উঠল:

भाभिक् आमात, या छए या, भर्मिकम या घरत या, या छेउत, या मिक्कन, भिक्त अमिक्कन रिष्टे ना अस्म भर्जन जूर्देख — रेट्ड छेर्ट्रेक मक्न रुख।



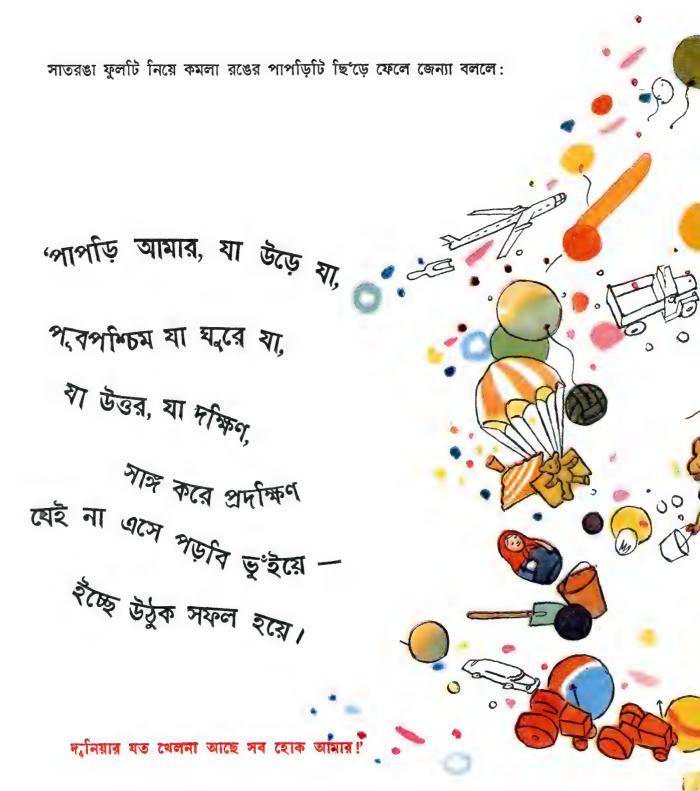
ফের যেন এক্ষাণি আমাদের বাড়ির দোরগোড়ায় চলে যাই!





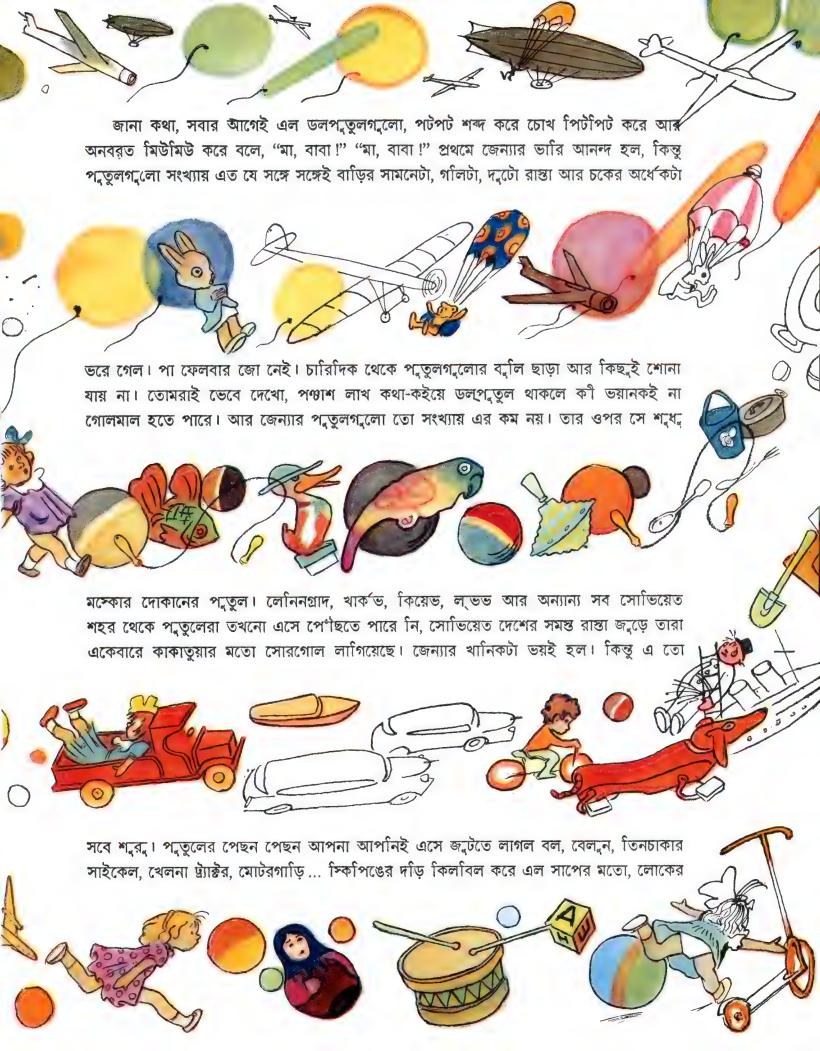
বলতে কি, হিংসেয় চোখদ্টো তার হলদেটে হয়ে উঠল একেবারে ঠিক বেড়ালের মতোই।

ভাবে, "দাঁড়াও না, দেখাচ্ছি প্রতুল কাকে বলে!"



অমনি, কোখেকে কে জানে, চারিদিক থেকে যত খেলনা ধেয়ে এল জেন্যার দিকে।



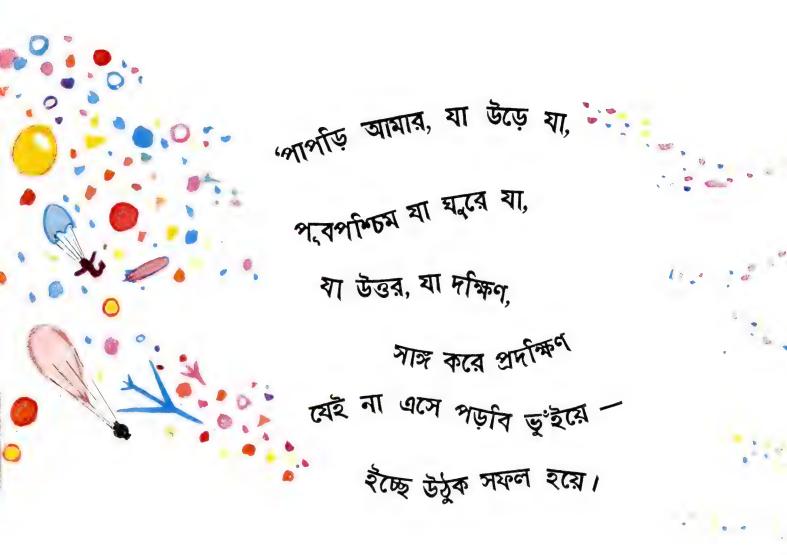




পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেতে লাগল, আর ভয়পাদ্বরে প্রতুলগর্লো আরো জােরে মিউমিউ করতে শর্র্ করলে। হাওয়ায় ভেসে আসতে লাগল লাখ লাখ খেলনা এরােপ্রেন আর য়াইডার। শিউলি ফুলের মতাে আকাশ থেকে ঝরতে লাগল যত খেলনা প্যারাশর্টিস্ট, টেলিফােনের তারে আর গাছের ডালপালায় ঝুলতে লাগল। শহরের গাড়ি ঘাড়া থেমে গেল, ট্রাফিক প্রালসেরা লাইট পােস্ট বেয়ে উঠে বসে ভাবতে লাগল কাঁ করবে।







## এক্ষ্ণি সব খেলনাগ্বলো ফের দোকানে চলে যাক!

অমনি অদৃশ্য হল সব খেলনা।

সাতরঙা ফুলটির দিকে চেয়ে দেখে জেন্যা, বাকি কেবল একটি পাপড়ি।

'ইস্, ছটা পাপড়ি দেখছি খরচ হয়ে গেছে, কিন্তু কীই বা লাভ হল! যাক গে, এবার ব্রিমানের মতো কাজ করব।'

রাস্তা দিয়ে জেন্যা যায় আর ভাবে:

"কী ইচ্ছে করা যায়? আমি চাইব দ্বই কিলোগ্রাম 'ভাল্বকছানা' চকোলেট। না, বরং দ্বই কিলোগ্রাম 'ঝলমলে'। উহু , বরং
কিলোগ্রাম 'ভাল্বকছানা', আধ কিলোগ্রাম 'ঝলমলে', একশ গ্রাম হাল্বয়া, একশ গ্রাম বাদাম, আর

একটি গোলাপী রুটি। কিন্তু তাতে লাভ কী হবে? ধরা যাক, এই সব কিছু নয় খাওয়া গেল। তাহলে সবই তো ফুরিয়ে গেল। না, বরং চাইব তিনচাকার সাইকেল। কিন্তু কী হবে? নয় খানিক চেপে বেড়ালাম, তারপর? আরো ফ্যাসাদ, ছেলেগ্রুলো কেড়ে নেবে। তার ওপর সবাই মিলে চাঁটি মেরে যাবে! উহু, তার চেয়ে বরং সিনেমা কি সার্কাসের একটা টিকিট চাইব। ভারি মজা হবে। নাকি, বরং নতুন একজোড়া স্যাণ্ডাল নেব? সার্কাসের চেয়ে খারাপ হবে না। তবে, সত্যি কথা বলতে, নতুন স্যাণ্ডাল নিয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ঢের ঢের ভালো একটা কিছু চাওয়া যায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, তাড়াহুড়ো করা চলবে না।"

এই সব ভাবতে ভাবতে জেন্যার হঠাৎ চোখে পড়ল স্কুদর একটি ছেলে গেটের কাছে বেণ্ডিতে বসে আছে। ভারি মিণ্টি ছেলেটি, দেখেই বোঝা যায় দামাল-দিস্য নয়, জেন্যার ইচ্ছে হল ভাব করে ছেলেটির সঙ্গে। কোনো রকম ভয় না করে জেন্যা একেবারে কাছে এসে দাঁড়াল ছেলেটির, এত কাছে যে তার দুই কাঁধের ওপর ঝুলন্ত দুই বেণীসমেত নিজের মুখখানা সে স্পণ্ট দেখতে পেল তার চোথের তারায়।

'এই ছেলে, কী নাম তোমার?'

'ভিত্যা, আর তোমার নাম ?'

'জেন্যা। এসো না খেলি।'

'পারব না। আমার পা খোঁড়া।'

জেন্যা দেখল, ভয়ানক মোটা একটা সোল-ওয়ালা বিকট ধরনের জনতো পরে আছে ছেলেটি। বললে, 'ভারি মন খারাপ লাগছে। ভারি ভালো লেগেছিল তোমায়। কেমন আনন্দ করে দৌড়োদৌড়ি করতুম তোমার সঙ্গে।'

'তোমাকেও আমার বেশ লাগছে। তোমার সঙ্গে ছ্বটোছ্বটি করতে পারলে আমারও ভারি ভালো লাগত। কিন্তু সে তো হবার নয়। কোনো উপায় নেই। সারা জীবনের জন্যে।'

'দ্রে, দ্রে, একেবারে বাজে কথা!' পকেট থেকে সাতরঙা ফুলটি বার করল। 'দেখো না এবার!'

এই বলে সবশেষের আসমানী রঙের পাপজিটি ছি'ড়লে, তারপর এক মৃহ্ত চোখের সামনে ধরে উড়িয়ে দিলে। আনন্দে কে'পে ওঠা গলায় মিহি স্বরে গাইলে:



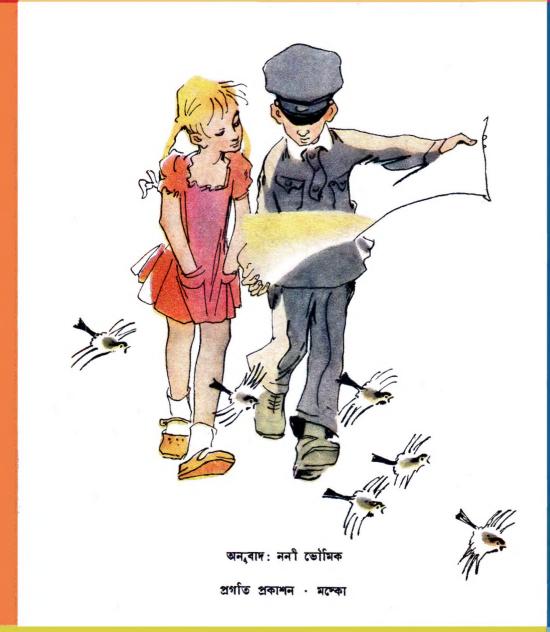
भाभिष् आमात, या উएए या, भर्मिष्ठम या घरत या, भा छेउत, या मिक्षिम, भाक्ष करत श्रमिक्षम रसहे ना जरम भर्णाय ज्रुंहरा — सेट्ट छेर्नुक मक्ष्म हरा।

### ভিত্যা যেন এক্লেবারে সেরে যায়!

অমনি বেণিঃ থেকে লাফিয়ে উঠল ছেলেটি, জেন্যার সঙ্গে খেলতে শ্রুর করলে আর এমন চমংকার ছুট লাগালে যে শত চেণ্টা করেও জেন্যা কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলে না।









**Валентин Катаев**ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК

На языке бенгали

